আমাদের গণমাধ্যম
এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার নিজস্ব প্রচারের জন্য
আগস্ট, ২০২৩
সংখ্যা ৬

‘নূতনের রবীন্দ্রনাথ’ ও ‘চেতনাতে নজরুল’

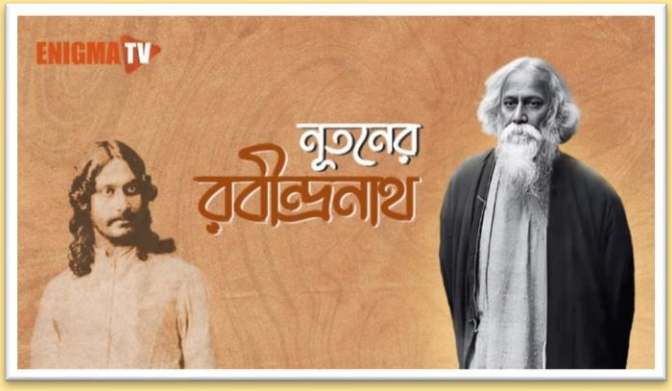

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রেম, দ্রোহ ও সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের ভুবনে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন এবং থাকবেন অনন্তকাল। সাহিত্যের অঙ্গন ছাপিয়ে এই দুই জ্যোতিষ্ক সমস্ত বাঙালির মানসেও বিশেষ জায়গা করে রেখেছেন। প্রাত্যহিক জীবন যাপনেও নানা অনুষঙ্গ হয়ে উপস্থিত হন অবলীলায়। বাঙালির জীবনধারা এবং বোধে আলো ছড়িয়ে চলেছেন প্রত্যহ। তাঁদের বিচিত্র ধারার সৃষ্টি বাঙালির জাতীয় জীবনে আজও নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে। তাঁদের সৃষ্টি সমসময়ের মতো আগামীতেও আমাদের সমানভাবে ঋদ্ধ করবে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম রবীন্দ্র-নজরুল দর্শনকে কতটুকু ধারণ করছে? নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা আর আড্ডায় উঠে এসেছে তাদের ভাবনাচিন্তা, সমসময়ে রবীন্দ্র-নজরুল চর্চার নানা বিষয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্র-নজরুল নিয়ে ছোট ছোট পরিবেশনা। গবেষক, শিক্ষক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের আলোচনায় উঠে এসেছে রবীন্দ্র-নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে নানা অন্তরায় এবং সে বিষয়ে নানা দিকনির্দেশনা।

নতুন প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্র-নজরুল দর্শন এবং তা নিয়ে এই প্রজন্মের ভাবনা দর্শক-শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড রবীন্দ্র-নজরুল প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে নির্মাণ করে ‘নূতনের রবীন্দ্রনাথ’ ও ‘চেতনাতে নজরুল’ শিরোনামের দু’টি অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠান দু’টি দেখতে ক্লিক করুন:

https://youtu.be/sHZEFcr2o0o?si=heEN14gQQ7Vh_3fM

https://youtu.be/HJSevs9nhkE?si=hu6JGmua0dkrJ5qg

চলছে আজ গানের দিন সিজন ২

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীদের সাথে সাথে তরুণ ও উদীয়মান শিল্পীদেরও গান গাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে বাঙালির অপরিমেয় সম্পদ বাংলা গানকে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে ২০২২ সালের ১৭ জুলাই শুরু হয় ‘আজ গানের দিন’। এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের এ সাপ্তাহিক আয়োজন শুরু থেকেই দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

২০২৩ সালের ২৩ জুলাই থেকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে অনুষ্ঠানটির দ্বিতীয় সিজন। অন্য অনেকের সাথে এনিগমা টিভির এ আয়োজনে গত ১৩ আগস্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা তিমির নন্দী এবং ২০ আগস্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলা সংগীত জগতের কিংবদন্তি, সুরকার, গীতিকার এবং পরিচালক গাজী মাজহারুল আনোয়ারের সুযোগ্য কন্যা দিঠি আনোয়ার। শিল্পীদ্বয় সুললিত কণ্ঠে তাদের জনপ্রিয় গানসমূহ পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় দর্শকদের মোহিত করে রাখেন।

‘লিংক থ্রি’-এর পরিবেশনায় ও ‘গাড়ি বুক ডট কম’-এর সৌজন্যে ‘আজ গানের দিন সিজন ২’ দেখা যাচ্ছে এনিগমা টিভির ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে।

‘আজ গানের দিন সিজন ২’ দেখতে ক্লিক করুন:

https://youtube.com/playlist?list=PLsbjIhGT4gsJVXT-P_K2gJlFas7h8NWHy&si=KtCVwCMaLGsM_Bos

আমাদের গণমাধ্যম
এনিগমা মাল্টিমিডিয়ার নিজস্ব প্রচারের জন্য
আগস্ট, ২০২৩
সংখ্যা ৬

হ্যালো, এক্সকিউজ মি!

রাজধানী হিসেবে ঢাকা শহরের রয়েছে ৪০০ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস। ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী, ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ১ কোটি ২ লাখের বেশি। সুন্দর জীবন গড়তে দেশের মফস্বল শহর বা প্রত্যন্ত অঞ্চল, সব জায়গার মানুষেরই লক্ষ্য থাকে ঢাকায় পাড়ি জমানোর। শত কষ্ট সহ্য করে হলেও মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করে এ শহরে ঘাঁটি গাড়ার।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত জনসংখ্যার একটা বড় অংশই স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে বাস করেন ঢাকা শহরে। বাকিরাও বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে পা রেখেছেন ঢাকায়। ঢাকায় পা রাখার পর চেতনে বা অবচেতনে নিশ্চিতভাবে একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার। আর তা হলো, ঢাকার বিভিন্ন স্থানের আজব আজব সব নাম শুনে অবাক হয়েছেন আপনি। কত বাহারি নামই না রয়েছে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার। বাগই তো আছে কত। শাহবাগ, পরীবাগ, গোপীবাগ, স্বামীবাগ, মালিবাগ ইত্যাদি। আবার নামের সাথে হাতি আছে- এলিফ্যান্টরোড, হাতিরঝিল কিংবা হাতিরপুল। পুলও আছে, ফকিরাপুল, কাঠেরপুল ও পাগলারপুল। এছাড়া ধানমন্ডি, ফার্মগেট, পিলখানা, তোপখানার মতো বিচিত্র সব নামধারী এলাকাও আছে এ শহরে। রয়েছে হরেক রকম রাস্তার নাম। সবার জানতে ইচ্ছা হয়, কীভাবে এসেছে এসব রাস্তা বা এলাকার নাম?

এসব রাস্তা বা এলাকার নামের পেছনের ইতিহাস জানতেই এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের নতুন আয়োজন 'হ্যালো, এক্সকিউজ মি!' ধারাবাহিক এই অনুষ্ঠানের প্রতি পর্বে তুলে ধরা হবে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকা বা রাস্তার নামকরণের মজাদার এবং আকর্ষনীয় ইতিহাস।

অনুষ্ঠানটি শিগগিরই প্রচারিত হবে এনিগমা টিভির ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে।

শ্রাবণ রাতের প্রেমিক : নজরুল

শিহাব শাহরিয়ার

(পূর্ব প্রকাশের পর)

এই কবিতায় নজরুল প্রেম এবং প্রেম থেকে উত্থিত অভিমান ও বিরহের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, যার কয়েকটি চরণ এরকম :

'তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না
কোলাহল করি সারাদিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না
নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধ বিধুর ধূপ।'

নজরুলের এই যে প্রেম এবং প্রকৃতির স্ফূরণ আমরা লক্ষ করলাম, সেটিই তাঁর মূল সুর। ১৯২২ সালে প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থভুক্ত তাঁর একশ' একচল্লিশ চরণের দীর্ঘ 'বিদ্রোহ' কবিতাটিকে সামনে রাখি, যেটির কারণেই মূলত তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলতে পারি– সেখানেই আছে– 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি/ আর হাতে রণতূর্য'। অর্থাৎ তিনি কখনো প্রেমিক আবার কখনো বিদ্রোহী। তাঁর প্রেমের নিদর্শন 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পুবের হাওয়া', 'চক্রবাক' প্রভৃতি কাব্যে প্রতিফলন ঘটেছে। অপরদিকে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশি', 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাই তাঁকে আমরা প্রেম-দ্রোহের কবি বলে ভূষিত করেছি।

নজরুল একই সঙ্গে কবিতা, শিশুতোষ রচনা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সম্পাদনা, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেন এবং মনের গহনে অবাধে সাঁতরে বেড়ান -এই যে বহুমাত্রিকতা তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। এই পথ চলা তাঁর জীবনে এনেছে নতুন সম্ভার। তিনি পথে পথে খুঁজে ফিরেছেন সুর ও শব্দালঙ্কার। সেই কুড়ানো সুর ও শব্দলঙ্কারে সাজিয়েছেন কাব্য-লক্ষ্মীর অবয়ব। তাই কাব্য-গানে ভিন্ন মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে।

নজরুল ভাষা-জ্ঞানী ছিলেন। মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও আরবি, ফার্সি, উর্দু তাঁর দখলে ছিল। শৈশবে তিনি বাবার কাছে বাল্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। বাবার মৃত্যুর পর চাচা কাজী বজলে করিমের কাছে পেয়েছিলেন আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষার সুযোগ। স্কুলজীবনে পেলেন একজন সুপণ্ডিত শিক্ষক মৌলভি নূরুন্নবী সাহেবকে। আর স্কুল থেকে পালিয়ে ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে চলে গেলেন করাচিতে। এই পথ চলার মাঝেই সুদূর করাচি সেনানিবাসে জনৈক মৌলভি সাহেবের কাছে আরবি ও ফারসি ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। এখানেই তিনি হাফিজের রুবাই অনুবাদ শুরু করেন; যা বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ একটি কাব্যানুবাদ। তিনি শুধু একজন কবি হিসেবেই নন একজন অনুবাদক হিসেবে মর্যাদার আসন পেয়েছেন। (ক্রমশ)

লেখক: কথাসাহিত্যিক